দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 MAR 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

৪৭

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে নূতন পদ্ধতি ॥ এসএসসি পরীক্ষা বাতিল হইবে না

॥ মতিউর রহমান চৌধুরী ॥

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত করা হইয়াছে। আগামী মাসে নূতন পদ্ধতি চালু হইতে পারে।

নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের চারটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষকদের পরীক্ষা নেওয়া হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একটি

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে

(১ম পৃঃ পর)

তালিকা প্রণয়ন করিয়া উপজেলা পরিষদের কাছে পাঠানো হইবে। ক্রমিক নাম্বার অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দান করিবে। শিক্ষকদের বদলির ক্ষমতাও থাকিবে উপজেলা পরিষদের।

নয় মাস যাবৎ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষকের পদ খালি আছে।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে নূতন পদ্ধতি

(১ম পৃঃ পর)

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কোন সময়ই চূড়ান্ত নীতি ছিল না। এডহক নীতির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হইত। শিক্ষামন্ত্রীর স্বাক্ষরের ভিত্তিতে একসময় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার বিধি চালু ছিল। ইহার পর উপজেলা পরিষদের কাছে নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আসে। কোন কোন স্থানে ২০ হইতে ২৫ হাজার টাকা নিয়া চাকুরী দানের অভিযোগও ছিল। এক পর্যায়ে সরকার নিয়োগ দান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। উচ্চ পর্যায়ে এ নিয়া কয়েকদফা আলোচনার পর একটি নিয়োগ পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে কর্মকর্তারা একমত হন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই নূতন নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়।

এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, নূতন পদ্ধতি দুর্নীতি রোধে সাহায্য করিবে। এই পদ্ধতিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগদান সম্ভব হইবে। আগে ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ ছিল। মন্ত্রী বলেন : উপজেলা প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করা হয় নাই। নূতন পদ্ধতি তাহাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করিবে।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ করিতে না পারিলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই কলুষিত হইবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষকরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়িয়া তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবে।

নকল রোধে কঠোর ব্যবস্থার কারণে

শিক্ষামন্ত্রী বলেন : চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় নকল রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বহিষ্কৃতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিনি বলেন : এ পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। গতবছর বহিষ্কৃত ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, নকলের কারণে পরীক্ষা বাতিলের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি দিতে চাইনা। তবে যে সকল কেন্দ্রে নকলের খবর পাওয়া গিয়াছে অবশ্যই সে সকল কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের খাতা বিশেষভাবে দেখা হইবে। আমরা কেন্দ্রগুলির উপর কড়া নজর রাখিতেছি। তিনি জানান : এ ধরনের কেন্দ্র হইতেছে ৪১টি। ইহার মধ্যে ১১টি কেন্দ্রে গণটোকাটুকি হইয়াছে।